64

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 APR 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রসঙ্গ এসএসসি পরীক্ষা

নিদারুণ এক উদ্বেগ দানা বেঁধেছিল তাদের মনে। তারা অর্থাৎ লাখ লাখ কোমলমতি এসএসসি পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগ মানে পড়াশোনার ক্ষতি। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাব পড়ে তার! ঠিক সে রকম উদ্বেগই দানা বেঁধেছিল এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থী লাখ লাখ ছেলেমেয়ের মনে— শুধু এ কথাটি বললে সবটা বলা হবে না। পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগ এক ধরনের। তার গুরুত্ব অবশ্য সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আরও এক ধরনের উদ্বেগ এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যার গুরুত্বও কোন অংশেই কম নয়। সে উদ্বেগ পোষণকারীরা হচ্ছেন পরীক্ষার্থীদের বাবা-মা, ভাই-বোন কিংবা এক কথায় তাদের অভিভাবকরা। এঁদের সংখ্যাও কম নয়। পরীক্ষা কেমন হবে সে নিয়ে থাকে অভিভাবকদের এক ধরনের দুশ্চিন্তা। কিন্তু নির্ধারিত তথা ঘোষিত দিনে পরীক্ষা হবে কি হবে না—এমন একটা আশঙ্কা যদি থেকে যায় কোন সময়, তাহলে তা থেকেও সৃষ্টি হয় আরেক ধরনের দুশ্চিন্তা। এই দু'ধরনের দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকেন অভিভাবকরা। কয়েক দিন আগে এ ধরনেরই দুশ্চিন্তায় ভুগেছিলেন এবারের আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা। ঘোষণা ছিল, মার্চের ২৮ তারিখ থেকে এবারের পাঁচটি বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। পাশাপাশি ছিল রাজনৈতিক অচলাবস্থা। একটি রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে উদ্ভূত হয় এই অচলাবস্থা এবং অস্থিরতা। চলতে থাকে দিনের পর দিন। দেশের বৃহত্তম এই পাবলিক পরীক্ষাটি নির্ধারিত দিনে কিভাবে শুরু হবে। কিভাবে কোমলমতি লাখ লাখ পরীক্ষার্থী নিরুদ্বিগ্নচিত্তে পরীক্ষা দিতে বসবে— তা নিয়ে পরীক্ষার্থীরা, তাদের অভিভাবকরা, শিক্ষকগণ এবং পরীক্ষা নেয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পড়েন এক গভীর অনিশ্চয়তায়। তারিখ ঠিক আছে। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও উপকরণাদি কেন্দ্রগুলোতে যায়নি কিংবা পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। অনিশ্চয়তা ছিল একারণেই। উদ্বেগও এ কারণেই। ২৮ তারিখে হবে কি হবে না, এই দ্বিধা দেখা দেয় অনেকের মনে। পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয় অনেক আগে থেকে। সেভাবে চলে ছেলেমেয়েদের প্রস্তুতি। চলে পড়ার প্রস্তুতি। অভিভাবকরাও থাকেন সেভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে। সেজন্য যথাসময়ে হলেই

নিয়ামত হোসেন

সর্বোত্তম। কিন্তু এবার পরিস্থিতির কারণে যথাসময়ে হলো না। ২৮ মার্চ সম্ভব হলো না পরীক্ষা গ্রহণ। ২৮ তারিখে আদৌ পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে কি হবে না—এই আশঙ্কা যখন প্রবল হতে শুরু করেছে, সে সময় ঘোষণা হলো তারিখ পিছানোর। নতুন তারিখ নির্ধারিত হলো। ৭ এপ্রিল রবিবার শুরু হবে এসএসসি পরীক্ষা। কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই এখন প্রস্তুতি রয়েছে সবার। পরীক্ষার্থী-অভিভাবক সকলেই সেই তারিখের দিকে চেয়ে। তাঁদের মনে এবারও কয়েকদিন আগে, সামান্য কিছুটা আশঙ্কা জমতে থাকলেও তা আর জমতে পারেনি।

এখন আর কোন আশঙ্কাই নেই। এখন সকলেই নিশ্চিত হতে পেরেছেন। কারণ এরি মধ্যে ঘটে গেছে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন। সার্বিক সঙ্কট দূর হয়েছে। ২৮ মার্চ থেকে তারিখ বদল করে ৭ এপ্রিল তারিখে নিয়ে আসার পিছনে মূল কারণ ছিল পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়া, পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকা। এসবের পিছনে কারণ ছিল রাজনৈতিক সঙ্কট। প্রায় দু'বছর ধরে চলছিল এই সঙ্কট। এই সঙ্কট একটির পর একটি নতুন সঙ্কট সৃষ্টি করতে থাকে।

এই সঙ্কটেরই জের গিয়ে পড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে। বিদ্যালয় বন্ধ। পড়াশোনা হয় না। স্বাভাবিক বহু কাজকর্মই ব্যাহত। অর্থনীতি প্রায় অচল। রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততর হয়ে চলে। সামাজিক পরিবেশের চিরকালীন স্বাভাবিকতা ব্যাহত হতে থাকে দিনের পর দিন। এই অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়ে ৭ এপিল নতুন তারিখ ঘোষণা করলেন। স্বস্তি পেল সকলে— অভিভাবক, শিক্ষক এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থী। রেহাই পেল তারা একটা উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে। রাজনৈতিক সঙ্কটের যে মেঘ ছায়াবৃত করে রেখেছিল পরিবেশকে, রাজনৈতিক মীমাংসায় কেটে গেছে তা। আজ এপ্রিলের পয়লা। সাত তারিখে পরীক্ষা শুরু। এখন সকল স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে। এটা অত্যন্ত আশার কথা। শুভ লক্ষণ। এখন ফিরে এসেছে সকল স্বাভাবিকতা। এবার যথাসময়ে পরীক্ষা হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়ত অসম্ভব হবে না। সকল প্রস্তুতি এরি মধ্যে শেষ করা হয়তো অসম্ভব হবে না।। আর কোন দুশ্চিন্তা নয়। আর উদ্বেগ নয়। এটাই সবার প্রত্যাশা। আমাদেরও প্রত্যাশা। এখন, এই ক'দিন সকলের নিরুদ্বিগ্ন প্রস্তুতি। পরীক্ষার্থীদের পড়া। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক আয়োজন। এসএসসি পরীক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এসেছে বলেই স্বাভাবিকভাবেই এই পরীক্ষা সম্পন্ন হবে— প্রত্যাশা এটাই।

আমাদের শিক্ষার অঙ্গনটিতে নানারকম সমস্যা। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড বলে যে কথাটি আমরা বলে থাকি, আমাদের সেই মেরুদণ্ডটি এখনও যথেষ্ট বলিষ্ঠ নয়। আগের তুলনায় সম্প্রতি শিক্ষার প্রতি লোকজনের আগ্রহ বাড়ছে একথা ঠিক, কিন্তু এখনও সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষার জগত থেকে অগণিত শিশু এখনও দূরে। আগের চাইতে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এখন বেশি ছেলেমেয়ে। কিন্তু সবাই যেতে পারছে না বেশিদূর। মাঝপথেই ঝরে পড়ছে অনেকেই। বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বড় শহরগুলোয় ভর্তি-সঙ্কট তীব্র। যতজন ভর্তি হতে যায় বিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা তার চেয়ে কম। অনেক বিদ্যালয়ে একাধিক শিফট চালু করা সত্ত্বেও এই অবস্থা, বিশেষ করে নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তির জন্য আগ্রহীদের ভিড় প্রচণ্ড। এসএসসি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর শিক্ষাজগতের দ্বার পার হবে, তাদের সবাই কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রেও নানা সঙ্কট, নানা হাঙ্গামা এবং সন্ত্রাসী কাণ্ডকারখানা মাঝেমাঝেই চলে নানা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ফলে বন্ধ থাকে সেগুলো মাঝে মাঝেই। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পড়া বন্ধ হয়। সেশনজট বেধে যায়। পিছিয়ে যায় পরীক্ষা। ফল বেরুতে দেরি হয়। ছাত্রছাত্রীরা অধীর আগ্রহে বসে থাকে। উদ্বিগ্ন হন তাদের বাবা-মা-অভিভাবকরা। এছাড়াও কখনও পাঠ্য বইয়ের সঙ্কট। কখনও নিষিদ্ধ নোটবইয়ের উপদ্রব। নোটবইগুলোকে শুধু নোটবই বললে চলে না। অনেক নোটবই-ই ভুলে ভুলে কণ্টকিত এবং দামের দিক থেকে 'মূল্যবানও' কম নয়। বলাবাহুল্য, এসব ভুল শিক্ষার মূল্য ক্রেতা-ছাত্রদেরই দিতে হয়।

এসব সমস্যার মধ্যে কোথাও অভিযোগ করা হয় অতিরিক্ত ফী আদায়ের। এসএসসি'র ফী নির্ধারিত থাকলেও দেশের কোথাও কোথাও ছাত্রছাত্রীদের দিতে হয় অতিরিক্ত ফী। নিরুপায় হয়েই অসহায় অভিভাবকদের দিতে হয় এই ফী— এমন অভিযোগ শোনা যায় প্রায় প্রতিবছরই। শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা সঙ্কট সত্ত্বেও এরই ভিতর দিয়ে যারা প্রতিবছর বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বের হচ্ছে, তাদের সামগ্রিক শিক্ষাগ্রহণের মান কিরূপ, সে বিষয়েও অনেকে ব্যক্ত করেন হতাশা। সত্যিকার শিক্ষিত হয়ে কেউ বের হচ্ছে না— একথা ঠিক নয়। কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায়, আশানুরূপ মান অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে শুধু পাঠ্যপুস্তকের দোষ দিলেই চলবে না— শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষা গ্রহণ ও দানের অবস্থা এবং একইসঙ্গে দেশের সামগ্রিক পরিবেশের কথাও বিবেচনা করা দরকার।

দেশের শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলো দ্রুত মীমাংসা করতে না-পারলে শিক্ষার মান উন্নয়নও সম্ভব নয়। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ যাতে কলুষিত না-হয় সে-উদ্যোগও সবসময় থাকা দরকার। দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা অপসৃত হয়েছে। আর কোন সঙ্কট নয়। আর নতুন কোন সঙ্কট যাতে সৃষ্টি না হয়, সে দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের। আর অনিশ্চয়তা নয়। আর উদ্বেগ নয়। উদ্বেগ নয় কোন ক্ষেত্রেই। নয় শিক্ষাঙ্গনেও। সেখানে ফিরে আসুক সত্যিকার শিক্ষার পরিবেশ। এই পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং তা সব সময় টিকিয়ে রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব। আমাদের তরুণ প্রজন্ম সকল শিক্ষাঙ্গনের সত্যিকার শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণ করুক— এটি যদি আমরা আন্তরিকভাবে চাই, তাহলে সে পরিবেশ আমাদেরই গড়তে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রের সকল সমস্যা ক্রমান্বয়ে দূর করতে হবে। তাহলেই শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব। শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব। আগামী রবিবার ৭ এপ্রিল নিরুদ্বিগ্নচিত্তে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা দিতে যাচ্ছে তাদের পরীক্ষা। আর কোন সঙ্কট নয়। সমস্যা নয়। তাদের সবার প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা।